

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন চট্টগ্রাম।

### প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ..... আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/..... জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং .....- আইন/২০২২। - স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২০, ১২১ ও ১২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম তফসিল এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। শিরোনাম।- ইহা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সৌন্দর্যবর্ধন নীতিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-

(ক) “কর্পোরেশন” অর্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন;

(খ) “সৌন্দর্যবর্ধন” অর্থ নগরীর বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট বা খালি জায়গার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এরূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রকৃতির নানা কার্যক্রম যেমন- দৃষ্টিনন্দন গাছ লাগানো ও পরিচর্যা, ফাউন্টেন স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষন, ফুটপাথ এবং মিড আইল্যান্ড সংস্কার, আলোকায়ন, চিত্রাংকন, পথচারীদের বসার বেঞ্চ স্থাপন, খেলারমাঠ ও জলাধার সংস্কার ও আধুনিকায়ন, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা বুথ, তথ্য কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধেও চেতনা সম্বলিত ভাস্কর্য, মুর্যাল নির্মাণ বা স্থাপন ইত্যাদিকে বুঝাবে। এছাড়া স্থাপিত ডিজিটাল সাইন/টিভিতে সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন-কানুন, সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রচারণা ইত্যাদিও সৌন্দর্যবর্ধনকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(গ) কমিটি অর্থ নীতি ৬ এ বর্ণিত সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত কমিটি;

(ঘ) “বাণিজ্যিক সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প” অর্থ সেসব সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প যেগুলো থেকে বরাদ্দ গ্রহীতা কিংবা ইজারা গ্রহীতার বিজ্ঞাপন বা অন্য কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ রয়েছে;

(ঙ) “অ-বাণিজ্যিক সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প” অর্থ সেসব সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প যেগুলো থেকে বরাদ্দ গ্রহীতা কিংবা ইজারা গ্রহীতার বিজ্ঞাপন বা অন্য কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ নেই;

৩। সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সিটি কর্পোরেশনের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হবে প্রথমত, নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ইহাকে নান্দনিক ও সবুজ শহর হিসেবে গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়ত, কর্পোরেশনের মালিকানাধীন খালি জায়গাসহ রাস্তা-ঘাট, স্থাপনা ইত্যাদির উপর কর্পোরেশনের নিরঙ্কুশ দখল প্রতিষ্ঠা করা;

৪। সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রসমূহ

(ক) সড়কের অব্যবহৃত অংশ;

(খ) সড়কদ্বীপসমূহ;

(গ) ফুটপাথ ও মিড আইল্যান্ড;

(ঘ) সড়কের মধ্যভাগে অবস্থিত গোলচত্বর

(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন মাঠ বা উন্মুক্ত স্থান

- (চ) সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন মার্কেট বা পার্কের সম্মুখ ভাগ
- (ছ) ফ্লাইওভারের নিচের খালি জায়গা বা অব্যবহৃত অংশ এবং সীমিত ক্ষেত্রে ফ্লাইওভারের উপরিভাগ
- (জ) মূল সড়কের পাশে অবস্থিত বিভিন্ন বাসা বাড়ি বা ভবনের সম্মুখভাগ
- (ঝ) ফুটওভার ব্রীজসমূহ
- (ঞ) শহরের প্রবেশ পথসমূহ
- (ট) বিমান বন্দর, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নৌ ঘাটসমূহ
- (ঠ) বিনোদন কেন্দ্রসমূহ
- (ড) নগরীর বিভিন্ন পরিত্যক্ত ও উন্মুক্ত স্থানসমূহ
- (ঢ) পুকুর, খাল ও দীঘির পাড় এবং জলাধার সংলগ্ন এলাকা
- (ণ) পাহাড় বা পাহাড় সংলগ্ন এলাকা
- (ত) ঐতিহাসিক ও জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ

#### ৫। সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের ধরণ

বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পকে বাণিজ্যিক ও অ-বাণিজ্যিক- এ দুই ভাগে বিভক্ত করিবে।

#### ৬। সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটি।-

৬.১ সকল প্রকার সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নের জন্য কর্পোরেশনে একটি কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ

- (ক) কর্পোরেশনের প্রধান নিবাহী কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
- (খ) কর্পোরেশনের সচিব, পদাধিকারবলে;
- (গ) কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী, পদাধিকারবলে;
- (ঘ) কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;
- (ঙ) কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;
- (চ) কর্পোরেশনের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

ইহা ছাড়া কর্পোরেশনের মেয়র স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রয়োজন মনে করিলে যেকোন সময় সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটিতে এক বা একাধিক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

#### ৭। সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প বরাদ্দের পদ্ধতি

যেসব সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প বাণিজ্যিক প্রকৃতির সেসব প্রকল্প উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে। যেসব সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প অ-বাণিজ্যিক প্রকৃতির সেসব প্রকল্প কমিটির মতামতের ভিত্তিতে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তবলে অথবা দরপত্র মূলে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

#### ৮। সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত কমিটির কার্যপদ্ধতি

৮.১ সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত কমিটি সময়ে সময়ে সভা আহ্বান করে বরাদ্দযোগ্য বা অনুমোদনযোগ্য সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প চিহ্নিত করে উহা তালিকাভুক্ত করিবে। কমিটি একই সাথে তালিকাভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্য হইতে কোনটি বাণিজ্যিক ও কোনটি অ-বাণিজ্যিক তা পৃথকভাবে চিহ্নিত করিবে।

৮.২ বরাদ্দযোগ্য বা অনুমোদনযোগ্য প্রকল্প চিহ্নিত হওয়ার পর কমিটি প্রস্তাবিত প্রতিটি প্রকল্পের মেয়াদ, কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, ইজারার শর্তাবলী ইত্যাদি পৃথক পৃথকভাবে নিরূপণ করিবে।

৮.৩ কমিটি প্রকল্প বরাদ্দ বা বাস্তবায়ন বাবদ এককালীন অথবা বাৎসরিক সালামি/ভাড়া/ফিস/সার্ভিস চার্জ (যেক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

৮.৪ প্রকল্পের বিবরণসহ যাবতীয় শর্তাবলী নির্ধারণের পর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পটি বরাদ্দের নিমিত্তে গঠিত কমিটি পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট আইনসহ প্রযোজ্য বিধিমালা অনুসারে সৌন্দর্যবর্ধন বিষয়ক প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত নিয়মে একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় ও একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করিবে।

৮.৫ প্রাপ্ত দর প্রস্তাব সমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক মূল্যায়ন করতঃ উহার প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করে কমিটি অত্র নীতিমালা অনুসারে অন্য কোনভাবে অযোগ্য বিবেচিত না হলে প্রকল্প বরাদ্দের জন্য সর্বোচ্চ দরদাতার নাম সুপারিশ করিবে। প্রকল্প বরাদ্দ বাবদ এককালীন অথবা বাৎসরিক সালামি/ভাড়া/ফিস ও সার্ভিস চার্জ (যেক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

৮.৬ নীতিমালা ৭ এ উল্লেখিত নীতি অনুসারে অ-বাণিজ্যিক কোন সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পে দরপত্র আহ্বানের বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও সেসব প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৮.৭ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প তালিকাভুক্ত হওয়ার পর প্রতিটি প্রকল্পের জায়গার মালিকানার বিষয়ে কর্পোরেশনের এস্টেট শাখা হইতে অনাপত্তিপত্র (NOC) গ্রহণ করিতে হইবে। কমিটি প্রস্তাবিত কোন প্রকল্পের বিষয়ে প্রয়োজন মনে করিলে প্রকৌশল বিভাগ কিংবা আইন শাখার লিখিত মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

### ৯। সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া

সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত প্রতিটি প্রকল্প প্রস্তাব সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে মেয়র বরাবর দাখিল করিতে হইবে। দাখিলকৃত আবেদনের সহিত নিম্ন বর্ণিত কাগজাদি সংযুক্তি আকারে পেশ করিতে হইবে;

- (ক) প্রকল্পটির বিবরণ ;
- (খ) প্রকল্পের লোকেশন (প্রকৃত আয়তনসহ মৌজার নাম উল্লেখপূর্বক সর্বশেষ দাগ খতিয়ান নম্বর দিতে হইবে)
- (গ) প্রকল্পের আর্থিক দিক সম্বলিত বিবরণ;
- (ঘ) প্রকল্পের কারিগরি দিক সম্বলিত বিবরণ (অবকাঠামোর ক্ষেত্রে নকশা/ডিজাইনসহ) ;
- (ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণকারীর দায়-দায়িত্ব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

উল্লেখ্য, ইজারা গ্রহীতা/বরাদ্দ গ্রহীতা কতটুকু জায়গা কি উদ্দেশ্যে বা কোন কাজে ব্যবহার করবে প্রকল্পের বিবরণে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হইবে।

### ১০। প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবেঃ

- (ক) প্রকল্পটির কারণে জনস্বার্থ বিঘ্ন ঘটবে কিনা ?
- (খ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি দিক স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে কিনা ?
- (গ) প্রকল্পের লোকেশনসহ স্কেচম্যাপ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?
- (ঘ) প্রকল্প এলাকাটি চতুর্পাশের চৌহদ্দি দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা ?
- (ঙ) কোন রকম স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত স্থাপনাটির খসড়া নকশা দাখিল করা হয়েছে কিনা?
- (চ) প্রকল্পের কারণে জনচলাচল অথবা পানি প্রবাহে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা হবে কিনা ?
- (ছ) প্রকল্পের কারণে যান চলাচল বা সড়ক নিরাপত্তায় কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে কিনা ?

### ১১। প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

১১.১ সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই, অনুমোদন গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন, প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকিসহ যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনার ভার নগর পরিকল্পনা শাখার উপর ন্যস্ত থাকিবে। নগর পরিকল্পনা শাখা সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলীসহ প্রতিটি প্রকল্প প্রস্তাব সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

১১.২ সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত কমিটির প্রতিটি সিদ্ধান্ত অনুমোদনের নিমিত্তে কর্পোরেশনের মেয়র বরাবর উপস্থাপন করিতে হইবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ মেয়র মহোদয় কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতাকে পত্র মারফত অবগত করা যাইবে।

## ১২। সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের মেয়াদ

সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বছর বছর নবায়নের ভিত্তিতে প্রদান করিতে হইবে। যে সব সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প বাণিজ্যিক প্রকৃতির কিংবা সিটি কর্পোরেশনের জন্য লাভজনক সে সব প্রকল্প সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছরের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে। যে সব সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প অ-বাণিজ্যিক সেসব প্রকল্প ৩(তিন) বছরের বেশি সময়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে না। তবে উভয় ক্ষেত্রে, কর্পোরেশন প্রয়োজন মনে করিলে বরাদ্দ বা ইজারার মেয়াদ পূর্বের মেয়াদের সমপরিমাণ নবায়ন করিতে পারিবে।

## ১৩। সালামি/ভাড়া/ফিস/ইজারা মূল্য ইত্যাদি পরিশোধ

ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ইজারা ফি/ভাড়া সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগে পরিশোধ করিতে হইবে। চুক্তির মূল্য পরিশোধ করিবার পূর্বে কোন অবস্থায় ইজারা গ্রহীতার সাথে সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে না।

## ১৪ খসড়া চুক্তির বিষয়ে আইন শাখার মতামত গ্রহণ

সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত শর্তাবলীর আলোকে নগর পরিকল্পনা শাখা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করিবে। প্রস্তুতকৃত খসড়া চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে উক্ত চুক্তিপত্রের বিষয়ে আইন শাখার লিখিত মতামত গ্রহণ করিবে।

## ১৫। সিটি কর্পোরেশনের সভায় চুক্তির খসড়া অনুমোদন

স্থানীয় সারকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর ধারা ৫৯ অনুসারে অন্যান্য চুক্তির সাথে এতদসংক্রান্ত প্রতিটি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে অনুমোদনের নিমিত্তে কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপন করিতে হবে এবং উপস্থাপিত খসড়াটি অনুমোদিত হইলে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে।

## ১৬। চুক্তিপত্র ইত্যাদি সম্পাদন

সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সংক্রান্ত সকল ইজারা গ্রহীতাকে কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। প্রত্যেক চুক্তিপত্রের সাথে অনুমোদিত নকশা সংযুক্ত করিতে হইবে এবং নকশাটি চুক্তির অংশ হিসেবে গণ্য হইবে। চুক্তিপত্রে ভূমির পরিমাণ একরে উল্লেখ করে ভূমির তফসিল মৌজার নাম, খতিয়ান নম্বর) ও দাগ নম্বর (সিএস, আরএস, বিএস, হাল জরিপ ও চৌহদ্দী) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

## ১৭। সৌন্দর্যবর্ধন চুক্তি নবায়ন

সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প বাণিজ্যিক কিংবা অ-বাণিজ্যিক যা-ই হোক না কেন প্রতি বছর শেষে উহার মেয়াদ নবায়ন করিতে হইবে। প্রতিটি চুক্তি নবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতা ইতিপূর্বে চুক্তির কোন শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছে কিনা নগর পরিকল্পনা শাখা সরেজমিনে তদন্তপূর্বক উহার একটি প্রতিবেদন নথিতে সংরক্ষণ করে নবায়নের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উহা প্রথমত প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সবশেষে মেয়র মহোদয়ের সম্মুখে উপস্থাপন করিবে। মেয়র মহোদয় কর্তৃক নথিটি অনুমোদিত হলে নগর পরিকল্পনা শাখা সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতা বরাবর নবায়ন সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করিবে। তবে ইজারা গ্রহীতার প্রকল্প বাবদ এককালীন অথবা বাৎসরিক সালামি/ভাড়া/ফিস ও সার্ভিস চার্জ (যেক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) বকেয়া থাকিলে তার ইজারাটি নবায়ন করা যাইবে না।

## ১৮। সৌন্দর্যবর্ধন চুক্তির মেয়াদ পূর্তিতে ইজারাকৃত ভূমি বা স্থাপনার দখল সমর্পণ

সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সংক্রান্ত ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতা ইজারাকৃত ভূমি ইজারা চুক্তির পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় কর্পোরেশনকে সরেজমিনে বুঝিয়ে দিবে। উক্ত ভূমিতে কোন রকম বণিজ্যিক স্থাপনা, বেড়া, টিন, দেয়াল কিংবা ছাউনি থাকিলে উহা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপসারণ করিতে বাধ্য থাকিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা গ্রহীতা তার স্থাপনা অপসারণে ব্যর্থ হলে উহা কর্পোরেশনের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

## ১৯। ইজারা চুক্তি বাতিল

১৯.১ নিম্নবর্ণিত কারণে সিটি কর্পোরেশন সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত কোন ইজারা গ্রহীতার ইজারা চুক্তি কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল করিতে পারিবেঃ

- (ক) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি কিংবা স্থাপনা ইজারা গ্রহণ করেছেন সেই উদ্দেশ্যে বহির্ভূত অন্য কোন কাজে এ ভূমি বা স্থাপনা ব্যবহার করিলে;
- (খ) ইজারা গ্রহীতা সৌন্দর্যবর্ধন চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে;
- (গ) ইজারা গ্রহীতা অননুমোদিতভাবে কোন খনন কার্য করিলে, মাটি ভরাট করিলে কিংবা বৃক্ষ নিধন করিলে অথবা স্থাপনা বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকান্ড পরিচালনা করিলে;
- (ঘ) ইজারা গ্রহীতার কোন কাজের দরুন অননুমোদিত ভূমিরূপ পরিবর্তন ঘটলে ;
- (ঙ) ইজারা গ্রহীতার কারণে যান চলাচল বা সড়ক নিরাপত্তায় কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হলে;

১৯.২ অত্র নীতিমালার ১৭.১ নং ক্রমিকে বর্ণিত কোন কারণে কোন ইজারা গ্রহীতার ইজারা বাতিল করা হলে তার প্রদত্ত এককালীন অথবা বাৎসরিক সালামি/ভাড়া/ফিস ও সার্ভিস চার্জ (যেক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। কর্পোরেশনের ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery Act 1913 অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে অবশিষ্ট অর্থ আদায়যোগ্য হইবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।

## ২০। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে চুক্তি বাতিল ইত্যাদি

সড়কের সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণসহ কোন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকার বা কর্পোরেশনের ইজারাকৃত ভূমি বা স্থাপনা ফেরত নেওয়া প্রয়োজন হলে কর্পোরেশন কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবে। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্পোরেশন ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এই মর্মে একটি হলফনামা গ্রহণ করিবেন যে, সড়কের সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণসহ কোন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনে কর্পোরেশন ইজারা চুক্তি বাতিল করিলে নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারাকৃত ভূমির দখল কর্পোরেশন হস্তান্তরে বাধ্য থাকিবেন। মেয়াদপূর্তির পূর্বে এরূপ ইজারা চুক্তি বাতিলের প্রয়োজন হলে কর্পোরেশন চুক্তির অবশিষ্ট সময়ের জন্য ইজারাগ্রহীতাকে জমাকৃত অর্থ ও বিনিয়োগের একটি অংশ ফেরৎ প্রদান করিবে।

## ২১। প্রযোজ্য আইন ও নীতিমালা অনুসরণ

সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও ইজারা চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকায় খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০সহ প্রযোজ্য সকল আইন এবং এতদসংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

## ২২। ইজারাকৃত ভূমির স্বার্থ হস্তান্তর বা সাব-লীজ প্রদান

ইজারাগ্রহীতা ইজারাকৃত ভূমি বা স্থাপনা অপর কোন ব্যক্তি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব-লীজ প্রদান করিতে পারিবে না কিংবা প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে না। ইজারাকৃত ভূমি বন্ধক রেখে কিংবা সিকিউরিটি প্রদান করে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইজারা গ্রহীতা এরূপ করিলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্পোরেশন তার ইজারাটি বাতিল করিতে পারিবে এবং তার প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি কর্পোরেশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এতদসংক্রান্ত সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

### ২৩। সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব

কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনা শাখা নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সমীক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে, সৌন্দর্যবর্ধনের তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে, সময়ে সময়ে সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তি জারি করিবে এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মিউনিসিপ্যালিটি বা সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক অনুসৃত উত্তম দৃষ্টান্তসমূহ (Best practices) কর্পোরেশনের নজরে আনিবে।